ইনকিলাব

26 JUN 2003

পৃষ্ঠা ১৩ ১

সার্ক নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আশাবাদ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আবারও সার্ক-এর সম্ভাবনা নিয়ে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। গত মঙ্গলবার রাজধানীতে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সার্ক-এর পথ ধরেই দক্ষিণ এশিয়ায় পারস্পরিক সন্দেহ, ভুল বোঝাবুঝি ও ভীতির অবসান ঘটবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তার মতে, সার্কভুক্ত সকল দেশের মানুষই এর ফলে এক সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবে। সার্ক তথা আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটবার পর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে যে ধারণা করা হয়েছিল, তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল শক্তির কাছে যুক্তি পরাজিত হচ্ছে এবং যুদ্ধ ও সংঘাতে জীবন দিচ্ছে মানুষ, বিপন্ন হচ্ছে শান্তি। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবলের স্বেচ্ছাচার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত আইন নেই। বিশ্বসমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিধানের জন্য যেটুকু আইন রয়েছে, তারও সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই, অনেকের এসব আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। এই অবস্থা থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য জোটবদ্ধতা দরকার বলে মতপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী ইউরোপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। জোটমুখিনতাকে একুশ শতকের ইতিবাচক দিক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি সার্ককে কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সার্ক-এর মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশের নয়, সার্কভুক্ত সকল দেশেরও শান্তি ও সমৃদ্ধিকামী জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন, করেছেন পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে। বস্তুত, দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৮৫ সালে সার্ক-এর প্রতিষ্ঠা ও যাত্রা শুরু হয়েছিল। সে সময় প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের জনগণই আশান্বিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে সার্কভুক্ত সাত দেশের জনগণকে নিরাশ হতে হয়েছে, আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে সার্ককে কার্যকর ও সুফলপ্রসূ হতে দেয়া হয়নি। সৌজন্য ও কূটনৈতিক কৌশলের কারণে প্রধানমন্ত্রী কারণ বা নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলেও এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রধানত ভারতের স্বার্থসর্বস্ব ও আধিপত্যবাদী নীতি-কৌশল, মনোভাব ও কার্যক্রমের জন্যই সার্ককে বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। বাংলাদেশসহ প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একমাত্র ভারতেরই নানামুখী সমস্যা রয়েছে। কিন্তু ভারত একদিকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাধান করার পরিবর্তে এসব সমস্যাকে আরো জটিল করেছে, অন্যদিকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিক্ততাকে প্রাধান্যে এনে সার্ককেও কার্যকর হতে দেয়নি। ভারতের কারণে একাধিকবার শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে গেছে, বর্তমান পর্যায়েও সার্ক-এর পক্ষে প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী মূল কথায় সেদিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, তার আহ্বানও উচ্চারিত হয়েছে সে উদ্দেশ্যে। আমরা মনে করি এবং এ কথা আমরা প্রতিটি উপলক্ষে বলে এসেছি যে, সার্ককে কার্যকর করতে হলে প্রথমে ভারতকে আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে- বাংলাদেশসহ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তাকে দ্বিপাক্ষিক সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর অন্য বক্তব্যগুলোও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবলের স্বেচ্ছাচার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আইনের অভাব ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখানো প্রসঙ্গেও তিনি বাস্তব সত্যই তুলে ধরেছেন। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, জোটবদ্ধতার মাধ্যমে বিশ্বায়নের নেতিবাচকতাকে চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলা করা সম্ভব। আমরা মনে করি, তেমন লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আগে জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার সকল সমস্যার সমাধান করা ও শত্রুতার অবসান ঘটানো দরকার। না হলে পরিকল্পিত যে কোনো জোটকে আভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, যা শেষ পর্যন্ত জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেবে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে সার্ক-এর কথা উল্লেখ করা যায়। মূলত ভারতের কারণে যে সংস্থার মাধ্যমে জোটগতভাবে প্রতিরক্ষামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

আমরা আশা করতে চাই, বিশেষ করে ভারতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মূল কথাগুলো অনুধাবন করা এবং তার আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে। তার আগে এমন কোনো চিন্তাধারাকে এগিয়ে নেয়া উচিত হবে না, যা দক্ষিণ এশিয়ায় দেশ-বিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র দেশগুলোর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।